আদর্শ মুসলিম

বই	আদর্শ মুসলিম
মূল	মুহাম্মাদ আলি হাশিমি
অনুবাদ	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

আদর্শ মুসলিম

মুহাম্মাদ আলি হাশিমি

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

আদর্শ মুসলিম

মুহাম্মাদ আলি হাশিমি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ

মুহাররম ১৪৪০ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com

rokomari.com

wafilife.com

মূল্য : ৬২০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী। যে নিজের সকল কামনা-বাসনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের সামনে কুরবান করে, সে-ই প্রকৃত মুসলিম। কথাটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ হলেও এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও গভীর। শুধু মুখে ইসলামের স্বীকৃতি দিয়ে চলা মুসলমানদের সংখ্যা বর্তমান বিশ্বে স্বল্প নয়; বরং খুঁজতে গেলে দেখা যাবে শতকরা ৯৯% লোকই বাপ-দাদা সূত্রে মুসলমান, যাদের প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই আজ বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দুইশ কোটি বলা হলেও সর্বত্র কেবল এরাই জুলুম-নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার; অথচ এর প্রতিবাদে এদের কিছুই করার নেই। এ নামসর্বস্ব ইসলাম নিয়ে না দুনিয়ার জীবন সুন্দর হয়, আর না আখিরাতে মুক্তির আশা করা যায়।

ইসলামের বিধান বিস্তৃত ও সুবিশাল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে নিখুঁত বিধিবিধান। এত সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা থাকতেও মানুষ কেন যে তা মেনে চলতে চায় না, তা বড় আশ্চর্যের! বস্তুত মানুষ সর্বদা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। স্বীয় নফসের বিরোধিতা করে ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অনেকের জন্য মুসিবতের মনে হয়। সবাইকে পরিশোধিত হিসেবে দেখতে চাইলেও নিজে পরিশোধিত হওয়ার চিন্তা করে না। গতানুগতিক ধারায় জীবন পরিচালনাকেই যথেষ্ট মনে করে। চারপাশের গুনাহের পরিবেশ তার হৃদয়-মনকে ইচ্ছেমতো চলতে আরও উদ্বেলিত করে তোলে। এভাবেই সে সাধারণদের সাথে মিশে লক্ষ্যহীন জীবন পার করতে থাকে।

সমাজে আজ চারিদিকে কেবলই হাহাকার ধ্বনি। অশান্তি আর কষ্টের ধোঁয়ায় আঁধার এ ধরণি। মারামারি, হানাহানি আর কোন্দলে পর্যুদস্ত মানবজীবন। সাম্য, উদারতা ও ক্ষমা—এসব তো কবেই বিদায় নিয়েছে সমাজ থেকে! স্বার্থ

আর সুবিধাভোগই হয়ে গেছে মানুষের মূললক্ষ্য। সহযোগিতা, পরোপকারিতা ও উত্তম আচরণের আশা সুদূর পরাহত। চারিদিকে কেবল জুলুম, অত্যাচার, অনাচার আর অশ্লীলতার চিত্র দৃশ্যমান। কোথাও নেই এক ফোঁটা শান্তির ছোঁয়া। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূলত সকল দায়ভার আমাদেরই। আমরা যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মেনে চলতাম, আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতাম, নিজের সাথে সৎ থাকার চেষ্টা করতাম, পরিবারের হক আদায় করতাম, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতাম, তাহলে এ দুনিয়াই হয়ে উঠত আমাদের কাছে এক টুকরো জান্নাতসদৃশ।

ইসলামের সব বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে একমাত্র শান্তির গ্যারান্টি—এ কথাটি সবাই মুখে স্বীকার করলেও অনেকেই জানে না, কীভাবে চলতে হবে ইসলামের পথে, কীভাবে আসতে হবে শান্তির পথে। পরিবেশের কুপ্রভাবে অনেকে ভুলের জগতে থাকলেও অন্তরের গভীর থেকে চায় সত্য ও আলোর পথে চলতে। এমন মুসলিমদের পথনির্দেশিকা তৈরি করতেই এগিয়ে এসেছেন সিরিয়ার প্রখ্যাত শাইখ ড. মুহাম্মাদ আলি হাশিমি রহ.। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের আমলের আলোকে রচনা করেছেন কালজয়ী গ্রন্থ 'শাখসিয়্যাতুল মুসলিম' বা 'আদর্শ মুসলিম'। গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যে রয়েছে ইসলামি জীবনযাপনের সরল দিকনির্দেশনা। দরদের সাথে বলা কথাগুলো ইসলামপ্রিয় যেকোনো পাঠককেই আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের ধারণা। বইটি মুসলিম সমাজের চিত্র পরিবর্তন করতে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের কদর্যতা দূর করতে এ বইটি হতে পারে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এমনটিই আমাদের বিশ্বাস, এমনটিই আমাদের ধারণা; ইনশাআল্লাহ।

'উসওয়াতুন হাসানাহ' ও 'ইসলামি জীবনব্যবস্থা'-সহ বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার সুযোগ হলেও আরবি বইয়ের এটাই আমার প্রথম অনুবাদ। ইতিপূর্বে অবশ্য 'গুনাহময় জীবনে তাওবার পরশ' নামে উরদু একটি বইয়ের অনুবাদ করার সুযোগ হয়েছিল। বাঙালি মুসলিমদের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। বানানরীতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছি

প্রথম আলো ও বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি। তবে আরবি শব্দের প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে রুহামা প্রণীত স্বতন্ত্র রীতি অনুসরণ করেছি। ভাষা ও বানান সুন্দর করার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। এরপরও এতে কোনো ভুল থেকে গেলে সেটা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টায় বারাকাহ দান করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ, এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

বিনীত
তারেকুজ্জামান
২৩/০৭/২০১৯ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ¦ ১৭

আল্লাহর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

সচেতন মুমিন ¦ ২৩
আল্লাহর একান্ত আনুগত্যশীল ¦ ২৪
অধীনস্থদের জিম্মাদারি অনুভবকারী ¦ ২৫
আল্লাহর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সন্তুষ্ট ¦ ২৫
প্রত্যাবর্তনকারী ¦ ২৬
সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ফিকির করে ¦ ২৭
ফরজ, ওয়াজিব ও নফলসমূহ যত্ন সহকারে আদায় করে ¦ ২৯
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে ¦ ২৯
মসজিদে নামাজের জামাআতে হাজির হয় ¦ ৩২
সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়ে ¦ ৩৮
উত্তমরূপে নামাজ পড়ে ¦ ৪০
জাকাত আদায় করে ¦ ৪১
রমজান মাসে রোজা রাখে এবং রাতে কিয়াম করে ¦ ৪২
নফল রোজা রাখে ¦ ৪৭
হজ আদায় করে ¦ ৪৯
উমরা পালন করে ¦ ৫০
আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন করে ¦ ৫১
অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করে ¦ ৫২

নিজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা ¦ ৫৫
একজন প্রকৃত মুসলমান দেহ, বিবেক ও আত্মা—এ তিনটির মাঝে যেভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে ¦ ৫৬
ক. দেহ ¦ ৫৬
তার খানাপিনা সুষম ও পরিমিত ¦ ৫৬
নিয়মিত ব্যায়াম করে ¦ ৫৮
শরীর ও কাপড়চোপড় পরিচ্ছন্ন রাখে ¦ ৫৮
তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর ¦ ৬৫
খ. বিবেক ¦ ৭১
ইলম বা জ্ঞান মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ও সম্মানের বিষয় ¦ ৭১
মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করে ¦ ৭৩
মুসলমানকে যেসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে ¦ ৭৬
নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে ¦ ৭৬
দৃষ্টিভঙ্গির বাতায়ন উন্মুক্ত রাখে ¦ ৭৭
ভিনদেশি ভাষা শিক্ষা করে ¦ ৭৭
গ. আত্মা ¦ ৭৯
ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে শাণিত করে ¦ ৭৯
ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং
ইমানের মজলিসে যোগদান করে ¦ ৮০
হাদিসে বর্ণিত আজকার ও দুআসমূহ যথাস্থানে পাঠ করে ¦ ৮২

পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে ¦ ৮৩
তাদের মর্যাদা এবং তাদের প্রতি
সন্তানের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ থাকে ¦ ৮৩
পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে ¦ ৯০

তাদের অবাধ্য হতে ভয় করে ¦ ৯১
সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেয় ¦ ৯১
পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করে ¦ ৯৫
পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি ¦ ৯৭

স্ত্রীর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

বিয়ে ও স্ত্রীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ¦ ১০২
প্রকৃত মুসলমান কোন প্রকারের মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে চায় ¦ ১০৩
দাম্পত্য জীবনে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলে ¦ ১০৬
প্রকৃত মুসলমান একজন আদর্শ স্বামী ¦ ১১২
সফল স্বামী ¦ ১২২
স্ত্রীর সাথে জীবনযাপনে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করে ¦ ১২২
স্ত্রীর ত্রুটি সংশোধন করে দেয় ¦ ১২৩
মা ও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখে ¦ ১২৩
স্ত্রীর ওপর আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্বকে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করে ¦ ১২৩

সন্তান-সন্ততির সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা ¦ ১৩৩
হৃদয়ে লালন করে পিতৃত্বের দায়িত্ববোধ ¦ ১৩৪
সন্তানের লালনপালনে শ্রেষ্ঠতম ও কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করে ¦ ১৩৭
সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করে ¦ ১৩৯
সন্তানদের জন্য উদারচিত্তে ব্যয় করে ¦ ১৪৩
মায়া-মমতা ও খরচের ক্ষেত্রে ছেলে ও
মেয়েদের মাঝে পার্থক্য করে না ¦ ১৪৬
সন্তানদের ওপর কড়া নজর রাখে ¦ ১৪৮
সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান করে ¦ ১৫১
সন্তানদের উন্নত আখলাক-চরিত্র শিক্ষা দেয় ¦ ১৫২

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

আত্মীয়তা-সম্পর্ক কী? ¦ ১৫৫
ইসলামে আত্মীয়তা-সম্পর্কের গুরুত্ব ¦ ১৫৫
মুসলমান ইসলামের দিক-নির্দেশনা
অনুযায়ী আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে ¦ ১৬৪
অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক রাখে ¦ ১৬৯
আত্মীয়তা-সম্পর্কের ব্যাপক অর্থ অনুধাবন করে ¦ ১৭১
আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন
করলেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে ¦ ১৭২

প্রতিবেশীদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার-সম্পর্কিত
ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করে ¦ ১৭৫
প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি উদার হয় ¦ ১৭৮
নিজের জন্য যা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পছন্দ করে ¦ ১৭৮
বর্তমান মানবতার করুণ পরিণতির
কারণ ইসলামি আখলাকের অনুপস্থিতি ¦ ১৮০
সাধ্যানুযায়ী প্রতিবেশীর উপকার করে ¦ ১৮২
মুসলিম ও অমুসলিম উভয় প্রকার
প্রতিবেশীর সাথে সে সদ্ব্যবহার করে ¦ ১৮৪
সদ্ব্যবহার ও উপকারের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে এগিয়ে রাখে ¦ ১৮৫
প্রকৃত মুসলমান একজন উত্তম প্রতিবেশী হয়ে থাকে ¦ ১৮৬
খারাপ প্রতিবেশী ইমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ¦ ১৮৮
খারাপ প্রতিবেশীর আমল বিনষ্ট হয়ে যায় ¦ ১৮৯
প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্মে লিপ্ত হয় না ¦ ১৯০
প্রতিবেশীর উপকার করতে অবহেলা করে না ¦ ১৯৩
প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে ¦ ১৯৪
প্রতিবেশীর মন্দ আচরণের মোকাবেলায় মন্দ আচরণ করে না ¦ ১৯৫
প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ¦ ১৯৬

ভাই-বন্ধুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসে ¦ ১৯৭
আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীদের মর্যাদা ¦ ১৯৮
মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রভাব ¦ ২০৪
ভাই-বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং
তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে না ¦ ২০৬
তাদের প্রতি উদার এবং দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয় ¦ ২১২
দেখা-সাক্ষাৎ করার সময় হাস্যমুখ থাকে ¦ ২১৪
তাদের কল্যাণ কামনা করে ¦ ২১৬
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কৃত অঙ্গীকার পালন করে ¦ ২১৯
ভাই-বন্ধুদের সাথে বিনম্র আচরণ করে ¦ ২২৩
তাদের গিবত করে না ¦ ২২৫
তাদের সাথে অহেতুক বিতর্ক ও
মশকরা করে না এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে না ¦ ২২৭
নিজের ওপর ভাইদের অগ্রাধিকার দেয় ¦ ২২৮
তাদের অগোচরে তাদের জন্য দুআ করে ¦ ২৩৮

সমাজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা ¦ ২৪২
সত্যবাদী ¦ ২৪৩
প্রতারক নয় ¦ ২৪৩
হিংসুক নয় ¦ ২৪৬
কল্যাণকামী ¦ ২৫০
ওয়াদা রক্ষাকারী ¦ ২৫২
তার চরিত্র সুন্দর ¦ ২৫৫
তার ভেতর লজ্জাবোধ আছে ¦ ২৬১
মানুষের সাথে কোমল আচরণ করে ¦ ২৬৩

দয়ালু ¦ ২৬৮
ক্ষমাশীল ¦ ২৭৩
উদারচিত্তের অধিকারী ¦ ২৮০
সদা হাস্যোজ্জ্বল ¦ ২৮১
রসিক ¦ ২৮২
সহনশীল ¦ ২৮৭
গালিগালাজ ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকে ¦ ২৯১
যাকে তাকে ফাসিক ও কাফির আখ্যা দেয় না ¦ ২৯৫
লাজুক ও দোষ গোপনকারী ¦ ২৯৬
অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না ¦ ৩০১
গিবত ও চোগলখোরি থেকে দূরে থাকে ¦ ৩০২
মিথ্যা বলে না ¦ ৩০৫
নেতিবাচক ধারণা থেকে বেঁচে থাকে ¦ ৩০৬
গোপনীয়তা রক্ষাকারী ¦ ৩১০
তৃতীয় জনের উপস্থিতিতে দুজনে কানে কানে কথা বলে না ¦ ৩১৩
অহংকারী নয় ¦ ৩১৫
বিনয়ী ¦ ৩১৮
কারও সাথে বিদ্রুপ করে না ¦ ৩২১
বড় ও মর্যাদাবান লোকদের সম্মান করে ¦ ৩২২
ভালো মানুষদের সান্নিধ্যে থাকে ¦ ৩২৮
মানুষের উপকার করতে এবং তাদের কষ্ট লাঘব করতে সচেষ্ট থাকে ¦ ৩৩২
মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করে ¦ ৩৪১
সত্যের দিকে আহ্বান করে ¦ ৩৪৪
সৎ কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে ¦ ৩৪৮
দাওয়াতের সময় চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় ¦ ৩৫৩
শঠতা করে না ¦ ৩৫৮
রিয়া ও অহংকার থেকে দূরে থাকে ¦ ৩৬২

দৃঢ়সংকল্প ও অটল ¦ ৩৬৭
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় ¦ ৩৭১
জানাজায় অংশগ্রহণ করে ¦ ৩৭৯
উপকারের বিনিময় প্রদান করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ¦ ৩৮৮
মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং
তাদের থেকে কষ্ট পেলে সবর করে ¦ ৩৯০
লোকদের আনন্দ দেয় ¦ ৩৯৩
কল্যাণের পথ দেখায় ¦ ৩৯৪
সহজ করে, কঠিন করে না ¦ ৩৯৫
ন্যায়বিচারক ¦ ৩৯৭
অন্যায় করে না ¦ ৩৯৯
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পছন্দ করে ¦ ৪০২
অতিরিক্ত শুদ্ধ উচ্চারণ ও অধিক সাহিত্য সহকারে কথা বলে না ¦ ৪০২
অন্যের বিপদে খুশি হয় না ¦ ৪০৩
উদারচিত্ত ও দানশীল ¦ ৪০৪
দান করার পর খোঁটা দেয় না ¦ ৪২৫
অতিথিপরায়ণ ¦ ৪২৭
নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় ¦ ৪৩৩
অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় ¦ ৪৩৫
যাচনা ও ভিক্ষাবৃত্তি করে না ¦ ৪৩৯
সে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ, আর মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ ¦ ৪৪০
ইসলামি রীতির সামনে ব্যক্তিগত স্বভাব বিসর্জন দেয় ¦ ৪৪৩
ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার অনুযায়ী পানাহার করে ¦ ৪৫০
সালামের প্রসার করে ¦ ৪৬১
অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করে না ¦ ৪৬৯
মজলিসের যেখানে জায়গা পায়, সেখানেই বসে পড়ে ¦ ৪৭৬
মজলিসে যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকে ¦ ৪৭৯

হাঁচি দেওয়ার সময় ইসলামি শিষ্টাচার মেনে চলে ⁞ ৪৮০
অন্যের ঘরে উঁকি দেয় না ⁞ ৪৮৩
বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন করে না ⁞ ৪৮৩
পরিশিষ্ট ⁞ ৪৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিকা

হামদ ও সালাতের পর, প্রায় দশ বছর ধরে 'ইসলামের আলোকে আদর্শ মুসলিমের পরিচয়' শীর্ষক বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এর কারণ হলো, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলমানকে দেখা যায়, তারা দ্বীনের এক বিষয়ে বাড়াবাড়ি করছে তো আরেক বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করছে। কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয় আর কিছু বিষয়ে শিথিলতা দেখায়। যেমন : কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, তারা প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে তো খুবই আগ্রহী, কিন্তু তার মুখ বা শরীর থেকে যে অসহ্য দুর্গন্ধ বের হয়, সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই! কাউকে দেখা যায়, সে বিনম্রচিত্তে আল্লাহভীতির সহিত ইবাদত করে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে অবহেলা করে। অনেককে দেখা যায়, তারা ইবাদত ও ইলমের প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়, কিন্তু সন্তানদের সুষ্ঠু লালনপালনের ক্ষেত্রে ঢিলেমি করে। তারা কী পড়ছে, কার সাথে মেলামেশা করছে, সে ব্যাপারে চরম উদাসীন থাকে। অনেক মানুষ আছে, তারা সন্তানদের প্রতি খুব যত্নশীল হয়, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে। আবার অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা পিতা-মাতার সাথে খুব সদাচরণ করে, কিন্তু স্ত্রীর ওপর জুলুম করে এবং তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। অথবা স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করে। অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি খুব যত্নবান হয়, কিন্তু সামাজিক বিষয় ও মুসলমানদের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায় না। আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা খুব দ্বীনদার ও নেককার, কিন্তু তাদের মাঝে ইসলামের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন : সালাম, পানাহার এবং মানুষের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা ইত্যাদিতে ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার পাওয়া যায় না। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্লিখিত

ত্রুটিগুলো এমন অনেক ব্যক্তির মাঝেও দেখা যায়, যাদেরকে ইসলামের জন্য বিভিন্ন অবদান থাকার কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়। তারা অলসতাবশত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ভুলগুলো করে থাকেন।

'ইসলামের আলোকে আদর্শ মুসলিমের পরিচয়' শীর্ষক বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি মুসলমানদের জীবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছি। যাতে মুসলমানদের সামনে; বিশেষ করে প্র্যাক্টিসিং মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং নিজেদের ভুল ও ত্রুটিগুলো উপলব্ধি করে ইসলামের অনুপম সুন্দর চরিত্রে নিজেদের ভূষিত করতে পারে।

গবেষণার পর আমি দেখতে পেলাম, ইসলাম মুসলমানদের থেকে যা চায় আর মুসলমানরা নিজেদের জন্য যা চায়—এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর তফাত। অবশ্য অল্পসংখ্যক লোক, যাদের আকিদা বিশুদ্ধ, ইসলাম সুন্দর, অন্তর পরিশুদ্ধ ও মানসিকতা উন্নত—তারা ইসলামের দাবি ও চাওয়া অনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকেন।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষের জীবনের প্রতিটি অংশ নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ কথা বলেছেন। ছোট বা বড় কোনো বিষয়ই বাদ দেওয়া হয়নি। প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ক কী হবে, নিজের সাথে সম্পর্ক কী হবে, চারপাশের মানুষের সাথে সম্পর্ক কেমন হতে হবে—সব বিষয় কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলাম মানুষের আদর্শ ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানকে এমনই হতে হবে, যেমনটি ইসলাম কামনা করে। এর জন্য কুরআন ও হাদিসে যেসব উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেগুলো অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে আমি এ বিষয়সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস একত্র করেছি এবং সেগুলোকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলো হলো :

- প্রভুর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

- নিজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- স্ত্রীর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- সন্তানদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- ভাই-বন্ধুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- সমাজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করার সময় প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি যে, বান্দার জন্য আল্লাহর দয়া অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি বান্দাদের গোমরাহির অতল গহ্বর থেকে তুলে হিদায়াতের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণের ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্য তিনি যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। জীবনযাপনের নীতি ও রীতি প্রণয়ন করে দিয়েছেন। যেন মানুষ সব সময় উজ্জ্বল ও আলোকিত পথে পথ চলতে পারে; কখনো পতিত না হয় অন্ধকার গর্তে এবং কখনো পরিচালিত না হয় ভুল পথে।

আমি অনুভব করেছি, হিদায়াত, তারবিয়াত এবং আদব-শিষ্টাচারের প্রতি বর্তমান মানবজাতি খুব মুখাপেক্ষী। এ বিষয়গুলো ব্যতীত তাদের মানবতা পূর্ণতা পাবে না। এ বিষয়গুলো যদি না থাকে, তাদের মনে বাসা বাঁধবে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা। মানুষকে কষ্ট দিতে, তাদের প্রতি জুলুম করতে এবং তাদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে বিবেক বাধা দেবে না। এ ছাড়াও অন্যান্য খারাপ অভ্যাস ও চরিত্র তাদের ভেতর জায়গা করে নেবে।

হিদায়াত, তারবিয়াত, আদব-শিষ্টাচারের প্রতি মানুষ শিশুকাল থেকেই মুখাপেক্ষী থাকে। একজন শিশু যখন তার বাবা-মার সামনে বড় হতে থাকে, তখন নিজের কাজের যথার্থতা প্রমাণ করা এবং ভাইয়ের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য চেষ্টা করে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে ভাইকে লজ্জা দিতেও ছাড়ে না সে। তখন সব বিষয়ে অন্যান্য ভাই-বোনের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার সহজাত একটা প্রবণতা কাজ করে সব শিশুর মনে।

এ প্রবণতা সহজাত ও প্রাকৃতিক। এটাকে পুঁজি করেই শিশু বেড়ে ওঠে। পার্থিব বিষয়ের যথার্থতা ও সফলতা এর ওপরই নির্ভর করে। তবে তা হতে হবে পরিমিত পর্যায়ের। তখন এ প্রবণতাই তাকে ভালো কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এ বিষয়ে সে যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন তার ভেতর সৃষ্টি হয় অহংকার ও আত্মতুষ্টির মতো আত্মিক সব মহামারি। তখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম দাবি করলেও আসলে সে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতার পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে।

এখানেই দ্বীন, তারবিয়াত ও আদব-শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে ওঠে। এগুলোই মানুষের উক্ত সহজাত প্রবণতাকে সীমার ভেতর আবদ্ধ করে রাখে। কারণ, এ জীবনে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের মূল উৎস হলো দ্বীন। সুষ্ঠু তারবিয়াত ও উত্তম চরিত্র দ্বীনেরই শাখা-প্রশাখা। যুগ যুগ ধরে মানবতার মুক্তি ও সফলতা দ্বীনের কারণেই হয়ে আসছে।

মানুষের জীবন-সম্পর্কিত একটি চিরসত্য বিষয় হলো, তারা উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকেই বেশি ধাবিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার চেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ, উন্নতির চেয়ে অবনতি সহজ এবং সম্পর্ক রক্ষা করার চেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মজা বেশি। মোটকথা, মানুষ ভ্রান্ত পথ বেছে নেওয়ার দিকেই বেশি লালায়িত থাকে। এজন্য তাদের অন্তরে যখন গাফিলতির মরিচা ধরে এবং তাদের পা সিরাতে মুসতাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারীর প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত দ্বীনই হলো সে নিয়ন্ত্রণকারী।

এজন্য যুগে যুগে প্রত্যেক ইসলামি গবেষক ও কলমসৈনিক এ দ্বীনকে মানুষের সামনে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে এবং তাদের জীবনের সাথে দ্বীনের সহজাত সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছেন। আল্লাহ মানুষের জীবনকে কীভাবে পরিচালিত হতে দেখতে চান, তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাদের লেখনীতে।

এ দ্বীন সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলা নিছক একটি মতবাদ হিসাবে প্রেরণ করেননি, যা নিয়ে মানুষ কেবল গবেষণা ও পড়াশোনা করবে। কিংবা এটাকে নিছক একটি পবিত্র কালাম হিসাবেও অবতীর্ণ করেননি, যা

তিলাওয়াত করে মানুষ শুধু বরকত হাসিল করবে, কিন্তু তার নির্দেশনা ও মর্ম বুঝতে চাইবে না; বরং এ দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা এজন্যই অবতীর্ণ করেছেন, যেন ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ এ দ্বীন অনুযায়ী জীবনযাপন করে। তিনি এ দ্বীন এজন্যই প্রণয়ন করেছেন, যেন এর মাধ্যমে মানুষ অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে ফিরে আসতে পারে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ- يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, তাদেরকে স্বীয় অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং দান করেন তাদের সরল পথের দিশা।'[১]

এ দ্বীনি নির্দেশনার তত্ত্বাবধানে জীবন অনেক সুন্দর ও আলোকিত হয়ে ওঠে। এমন সুন্দর ও আলোকিত জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রকৃত ও আদর্শ মুসলিম হওয়া। ইসলামকে নিজের মাঝে এমনভাবে ফিট করা, যেন তার মাঝেই মানুষ ইসলাম দেখতে পায়। তার সাথে বসবাস করলে তাদের ইমানে যেন প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়।

দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনটাই করেছিলেন। কেননা, ইসলামের সুদীর্ঘ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপে যদি এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি করা হয়, যাদের মাঝে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান, তখন তারা হয়ে যান একেকটি ভ্রাম্যমাণ কুরআন। তারা পৃথিবীর অলিগলি দিয়ে বিচরণ করবেন আর মানুষ তাদের মাঝে দেখতে পাবে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন মানুষ জানতে

১.সুরা আল-মায়িদা : ১৫-১৬

পারবে, একটি সুন্দর জীবনব্যবস্থা এ লোকগুলোর জীবনকে এত সুন্দর ও মহান করেছে, তখন তারাও সে জীবনব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হবে। এভাবে দলে দলে মানুষ যোগদান করবে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনে।

আজকের মানবজাতি; বিশেষ করে মুসলমানরা এমন আদর্শ মানবের কাঙাল। তারা এমন প্রকৃত মুসলিমের কাঙাল, যার ভেতর পরিপূর্ণ ইসলাম বিদ্যমান। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আপনাদের দেবে সেই আদর্শ মুসলমানের পরিচয়।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এ প্রয়াস কবুল করে নেন, এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। এবং এটিকে সেদিনের পাথেয় করে দেন, যেদিন পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হওয়া ছাড়া সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না।

মুহাম্মাদ আলি হাশিমি
রিয়াদ,
২৭ জুমাদাল উখরা, ১৪০১ হিজরি
১ মে ১৯৮১ ইংরেজি।